The ICCA Consortium

সাগর সেবা

Ancestral Waters

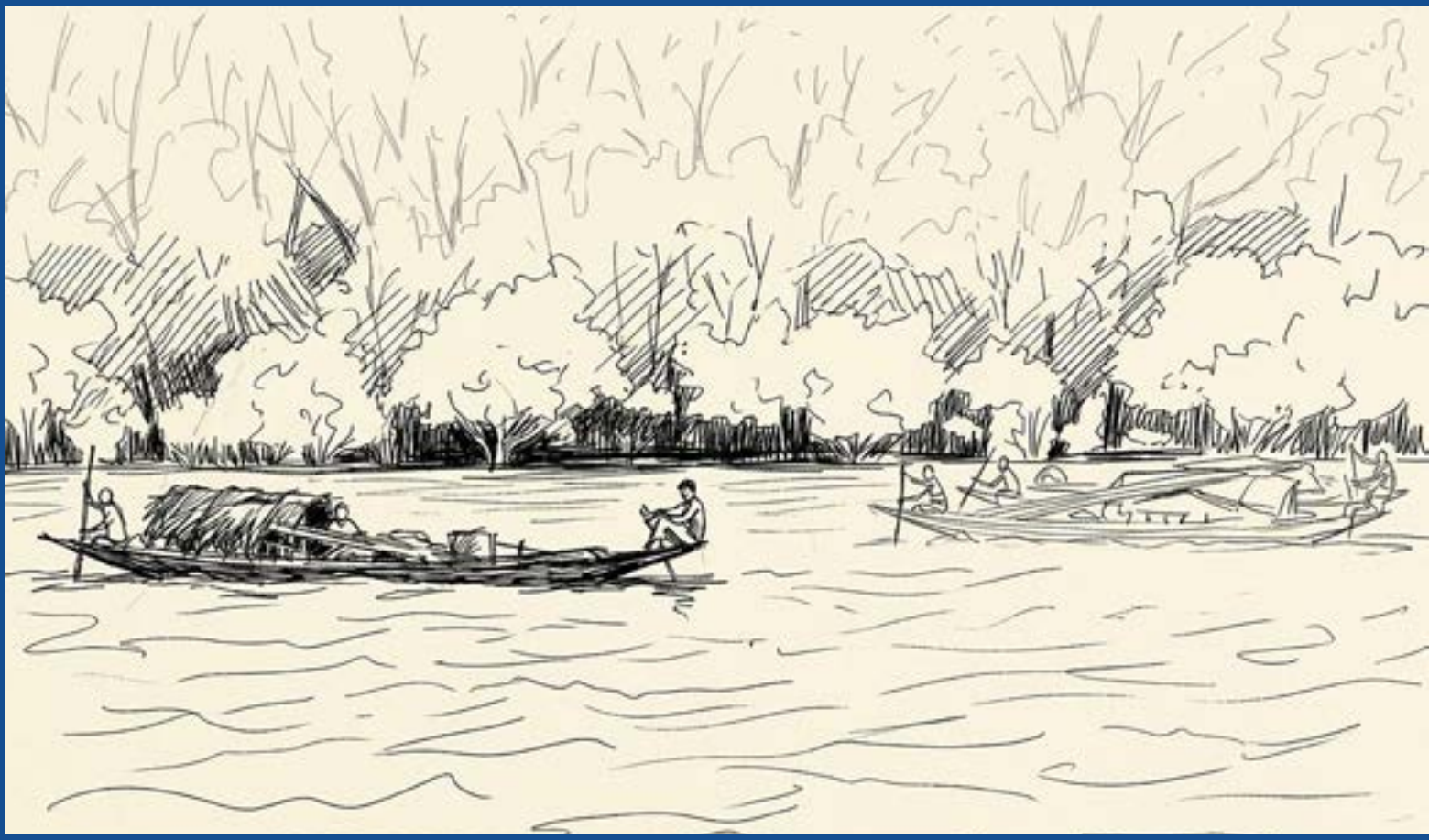

বিষয় সংক্ষেপ | মে ২০২৬

বাংলাদেশে সাধারণ জেলে ও মৎস্যজীবীদের অধিকার

সাধারণ (Artisanal) জেলে-মৎস্যজীবীদের সর্বজনীন মানবাধিকার এবং বিশেষ অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখার মধ্য দিয়ে খাদ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, প্রাণবৈচিত্র্যের হেফাজত এবং ফিশারিজের টেকসইকরণ সম্ভবপর হয়। এই অধিকারগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটো দিক হলো জলাঞ্চলে সাধারণ জেলে-মৎস্যজীবীদের (Fishers and Fishworkers) প্রথাগত স্বত্বাধিকার (customary tenure) এবং ফিশারিজের প্রথাগত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা (customary governance and management)।

জেলে ও মৎস্যজীবীদের সামষ্টিক প্রথাগত স্বত্বাধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হলে তারা জলাঞ্চলের যোগ্য হেফাজতকারী ও অভিভাবক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রথাগত স্বত্বাধিকারের কোনো আইনি স্বীকৃতি নাই। সাধারণ জেলে ও মৎস্যজীবীদের জন্য জলাঞ্চলে অভিগম্যতা (access) কেবল একটি "সুযোগ" বা "সুবিধা" হিসেবে বিদ্যমান, কোনো "সংরক্ষিত অধিকার" (protected right) হিসেবে নয়। এছাড়া, ফিশারিজে প্রথাগত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনাও এখনো আইনিভাবে স্বীকৃত নয়।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

সাধারণ/আর্টিজানাল ফিশারিজ বাংলাদেশে একটি প্রধান আর্থসামাজিক, প্রতিবেশগত এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষাবলয় হিসেবে কাজ করে। এই খাতে লাখ লাখ পরিবারের খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়। এই খাত লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জোগায় এবং মৎস্য আহরণ-পরবর্তী খাতে প্রধান শক্তি হিসেবে নারীদের ক্ষমতায়ন করে। প্রাণবৈচিত্র্যময় নদী, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং উপকূলীয় সাগরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত আর্টিজানাল ফিশারিজ খাত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবায়ু অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অথচ, এই খাতটিকে সমৃদ্ধ রাখা জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জন্য জলাঞ্চলে কোনো সুরক্ষিত স্বত্বাধিকার (secure tenure rights) নাই। তাদের এই অধিকারহীনতার পরিস্থিতি আজ দেশের ভূমিহীন কৃষকদের মতোই এক চরম দুর্দশায় রূপ নিয়েছে। এই জলাঞ্চলগুলোতে অভিগম্যতা সাধারণ জেলে-মৎস্যজীবী পরিবারগুলোর ন্যূনতম জীবন নির্বাহ ও জীবিকার (subsistence and livelihoods) জোগান দেয়। কিন্তু প্রথাগত স্বত্বাধিকারের আইনত স্বীকৃতি এবং প্রথাগত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার স্বীকৃতির অভাবে জেলেরা তাদের বংশগত জলাঞ্চলে কেবল এক একজন "অনুমোদিত অতিথি" হিসেবে বিবেচিত হন।

ফিশারিজের প্রথাগত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা যেহেতু সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রথাগত প্রতিবেশগত জ্ঞান এবং সামাজিক শিক্ষার সাথে জেলে-মৎস্যজীবীদের গভীর সম্পর্ককে সুরক্ষিত রাখে, সেহেতু জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের এই অধিকারসমূহ রক্ষা করা বাংলাদেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সুরক্ষিত স্বত্বাধিকার জেলে ও মৎস্যজীবীদের জীবিকা ও আয়ের উৎস এবং দেশের ফিশারিজের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে, যারা এই জলাঞ্চলের প্রতি সর্বাধিক যত্নশীল, তারা এর প্রকৃত হেফাজতকারী এবং অভিভাবক হিসেবে চূড়ান্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবেন।

সংশ্লিষ্ট প্রধান বিষয়সমূহ

বাংলাদেশে জনসাধারণের জল-জমিন "জনগণের আমানত" (public trust) হিসেবে নয়, বরং "সরকারি সম্পত্তি" (খাস) হিসেবে পরিচালিত হয়। বিদ্যমান আইনি প্রেক্ষাপটে, "জনগণ" বনাম "সরকারি" সংজ্ঞায়নের এই পার্থক্যটি মূলত একটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, যা জনসম্প্রদায়ের প্রথাগত অধিকার এবং জনকল্যাণের চেয়ে নির্বাহী ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব আদায়কে বেশি অগ্রাধিকার প্রদান করে।

অন্যদিকে দেশের ফিশারিজ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা প্রধানত একটি কেন্দ্রীভূত, ওপর-থেকে-নিচে (top-down) নির্দেশনামূলক প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই কাঠামোর অভ্যন্তরে মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ফিশারিজে অভিগম্যতা, ব্যবহার এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া, অবাধ ও যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথাগত স্বত্বাধিকার এবং পরিচালন

অভ্যন্তরীণ, নদীমাতৃক এবং সামুদ্রিক জলাঞ্চল—সবক্ষেত্রেই সাধারণ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রথাগত স্বত্বাধিকারের কোনো স্বীকৃতি নেই। সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন পরিচালন ও ব্যবস্থাপনাও আইনিভাবে অস্বীকৃত। বিশেষ করে নদীপ্রধান অঞ্চলগুলোতে সাধারণ ফিশারিজের আইনি সুরক্ষা অত্যন্ত দুর্বল; কারণ এগুলোকে উন্মুক্ত অভিগম্যতার ফিশারিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রথাগত স্বত্ব নিশ্চিত করার মতো কোনো আইনি কাঠামো নেই। সামগ্রিকভাবে স্বত্বাধিকারের কোনো আইনি স্বীকৃতি না থাকায়, সরকার যথেচ্ছভাবে সাধারণ জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোর জলাঞ্চলে অভিগম্যতা সীমাবদ্ধ বা খর্ব করতে পারে।

অভিগম্যতার প্রকৃতি

মাছ ধরার ও চাষ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভোগস্বত্ব (Usufruct rights) দেওয়া হলেও, বিভিন্ন পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতার কারণে সাধারণ জেলে ও মৎস্যজীবীরা বাস্তবে তা খুব কমই অর্জন করতে পারেন। সামুদ্রিক জলসীমায়, যদিও আইন অনুযায়ী ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ট্রলারের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ, যা তাত্ত্বিকভাবে আর্টিজানাল জেলে-মৎস্যজীবীদের জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকার আইনি ভিত্তি হতে পারতো, তবে এই এলাকাটি বিশেষভাবে কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত নয়। শিল্প উন্নয়ন বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা তৈরির মতো এই জলসীমার অন্যান্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে। সরকার ইতিমধ্যে এই ৪০ মিটার গভীরতার মধ্যে পাঁচটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) ঘোষণা করেছে, যা উপকূলের সাধারণ ও ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অবাধ, পূর্ববর্তী ও অবহিত সম্মতি (Free, Prior, and Informed Consent-FPIC) গ্রহণের সর্বোত্তম অনুশীলন ছাড়াই করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ জলাঞ্চলগুলোকে সাধারণত তিন থেকে ছয় বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে জলমহাল (water estate) হিসেবে ইজারা (lease) দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ জেলেরা চড়া অগ্রিম ইজারামূল্য পরিশোধ করতে না পারায়, মধ্যস্বত্বভোগীরা এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং অধিকারগুলো উপ-ইজারা (sublet) দেয়, যা সম্পদের স্বল্পমেয়াদি অতি-আহরণ উসকে দেয়।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জলাভূমিতে অভিগম্যতা, মৌসুমী অবস্থান এবং মাছ আহরণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সরকারি পারমিট ও ফি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যা বন বিভাগের নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের অধীন পরিচালিত হয়। এই প্রশাসনিক অনুমতির আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খরচ দরিদ্র ও প্রথাগত জেলেদের সাধ্যের বাইরে থাকায়, তারা ক্রমান্বয়ে তাদের প্রথাগত ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ

দেশের ফিশারিজে বৈষম্যমূলক আইনি কাঠামো একদিকে সাধারণ ও ঐতিহ্যবাহী জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোকে আরও প্রান্তিক করে তোলে, অন্যদিকে বড় ও মাঝারি পুঁজি-চালিত ও প্রভাবশালী অ-মৎস্যজীবীদের সুবিধা দেয়, যারা সহজেই প্রশাসনিক উপায়ে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পারেন। যেমন, সুন্দরবনে বন বিভাগ স্থানীয় ইনডিজেনাস, ঐতিহ্যবাহী ও সাধারণ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোর কোনো অর্থবহ অংশগ্রহণ ছাড়াই একচ্ছত্র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ চর্চা করে। একইভাবে, জলমহাল নীতি তাত্ত্বিকভাবে “প্রকৃত মৎস্যজীবী”-দের নিবন্ধিত সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দিলেও, এই সংজ্ঞাটি সাধারণ জেলেদের সাথে বাণিজ্যিক বিনিয়োগকারীদের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রথাগত অধিকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে ‘অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা’ (OECMs) ঘোষণার ক্ষমতা সরকারকে দিতে অতি সম্প্রতি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ‘মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০’ সংশোধন করা হয়েছে। যদি এটি ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতান্ত্রিক শাসনের আরেকটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ না করে; বরং একে যদি একটি মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এটি অংশগ্রহণমূলক পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করবে এবং আর্টিজানাল জেলেদের স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পথে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।

করণীয় কী?

ফিশারিজে মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মুখের কথার ঊর্ধ্বে উঠে নারী ও যুবসমাজসহ সাধারণ জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেই অন্তর্ভুক্তকরণকে বাধ্যতামূলক আইনি কাঠামো ও সক্রিয় বাস্তবায়নে রূপ দেওয়া প্রয়োজন।

- **আইনি ও নীতিগত পরিবর্তন:** প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারের সামনে সুযোগ রয়েছে দুর্বল সহ-ব্যবস্থাপনা ও ভোগদখলের অধিকারের গণ্ডি পেরিয়ে আর্টিজানাল ও ন্যূনতম জীবন নির্বাহভিত্তিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্যশ্রমকে একটি "সংরক্ষিত অধিকার" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোর প্রথাগত সামষ্টিক স্বত্বাধিকার সমুন্নত রাখার এবং তাদের প্রথাগত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার।

- **জাতীয় কর্মপরিকল্পনা:** ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকরণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action for Small-Scale Fisheries - NPOA-SSF)-এর অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণের সময় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের অবশ্যই এমন সব গণসংগঠন ও গোষ্ঠীকে যুক্ত করতে হবে, যারা প্রকৃত অর্থেই সাধারণ জেলে ও মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করে। এক্ষেত্রে, স্বেচ্ছামূলক আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাগুলোকে সুনির্দিষ্ট ও অধিকার-ভিত্তিক স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থায় রূপ দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে, যা বর্তমানের ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া (টপ-ডাউন) পরিচালন ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করবে।

- **আইএলও কনভেনশন ১৬৯:** আইএলও (ILO) কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করার মাধ্যমে সরকার নিশ্চিত করতে পারে যেন ইনডিজেনাস ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর জেলে-মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোর স্বতন্ত্র পরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং প্রথাগত ভূমি-অধিকার আইনি সুরক্ষা পায়।

বিষয় সংক্ষেপ প্রনয়ন: সাগর সেবা / CaST

প্রকাশক: আইসিসিএ কনসোর্টিয়াম

উদ্ধৃতি: আইসিসিএ কনসোর্টিয়াম এবং সাগর সেবা / CaST। (২০২৬)। বিষয় সংক্ষেপ: বাংলাদেশে সাধারণ/আর্টিজানাল জেলে ও মৎস্যজীবীদের অধিকার। https://doi.org/10.70841/CF265BF